পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

প্রেরণা, লেখা ও অপার্থিব গোলাপ

কী দিয়ে গড়ে ওঠে লেখা? কী দিয়ে ভালো গদ্য? এ নিয়ে অনেক ভাবি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রভাব, প্রস্তাবনা। ভাবতে ভাবতে একদিন মনে হলো – ভালো গদ্য বিদ্যা, বুদ্ধি, বোধ, যুক্তি ও সুতীব্র অনুভূতির এক সুচারু সংশ্লেষ। এই সংশ্লেষের মাধ্যমেই ভালো গদ্যের জন্ম। অবশ্য গদ্য বলতে আমি এখানে আকাদেমিক প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাস-আখ্যানের কথা বলছিনা। বলছি মুক্তগদ্যের কথা। যাকে কেউ কেউ বলবেন 'খোলা লেখা'। যে লেখার চরিত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ বা উপন্যাসের লিঙ্গান্তর বা জেন্ডার গ্যাপ থাকেনা অনেক সময়। অনেক প্রবণতা এসে এক আধারে মিশে বহুবেনী সঙ্গম তৈরি করে। আর সেইখানে স্নান করে তোলা পুণ্যিই আমাদের মত কতিপয় লেখক/কবির পাথেয়।

'বিষয়'কে উত্তরাধুনিক সাহিত্য লেখাবাড়ি[১] থেকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে তা আজ বহুদশক হলো। তবু 'বিষয়'কে অবলম্বন করে থাকে এসময়ের অধিকাংশ কবিতা, গদ্যসাহিত্য। আর বিষয়হীনতা কে স্বীকার করে নিলেও সফল মুক্তগদ্যকে তার নিজের কাঠামো, বয়ান ও চিন্তা অনুসারে তৈরি করে নিতে হয় নিজস্ব আধেয়। আবার কখনো উল্টোটা। প্রেরণা থেকে এসে যায় লেখার আধেয়। সেই আধেয়র চেহারা অনেক সময়েই এক দলা পাকানো প্লাস্টিসিনের মতো। যার মধ্যে নানা চিন্তা ও উপকরণ মিশে আছে। চপের পুরের মতো। যা কোনো একটা জিনিস দিয়ে নির্মিত নয়। অনেক। এবং কোনো একটা রহস্য উপাদানও তার মধ্যে। প্রেরণার ঢেলা। সেইই আধেয়।

প্রেরণা। কত রকমের প্রেরণা। এমনকি কারো কারো মতে প্রেরণা বলে কিছু নেই। প্রেরণা এক অস্পৃশ্য, ফিকটিশাস অনুপস্থিত। এক চলমান অশরীরী। তবু, সব জেনেশুনেও আমরা তার পোষা কুকুর রয়ে যাই। পোষা সারমেয় – বাঘা।

বেশ কয়েক বছর আগে একটা ভিডিও দেখি – From where poetry comes? সেখানে উত্তর আমেরিকার একাধিক কবি – যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেহিকোর – তাঁরা নিজেদের প্রেরণার কথা বলেছেন। আলগা কথোপকথন। তৈরি করা ভাষণ নয়। কেউ বলেন তার শহর তার প্রেরণা। রাস্তায় না বেরলে কবিতা আসে না। জায়গা বদলে গেলে লেখা জমে বরফ হয়ে যায়। কারো কাছে প্রেরণা মানবসম্পর্ক। কারো কাছে ভ্রমণ, কারো কাছে সঙ্গীত। কেউ বা অন্যদের কবিতা পড়তে পড়াতে গিয়ে নিজের কবিতাকে কাছে পান। সেই ভিডিওয় অক্তাবিও পাস-ও (Octavio Paz) ছিলেন। তিনি বলছিলেন ভেতরের এক আকাশের কথা, তার নক্ষত্রের কথা। সেই নক্ষত্রের আলো, তার ধ্বনি, অনেক দূরে যেন পাহাড়ের মাথার ঘন্টার মতো বাজছে। আর একজন মেহিকোর কবি কলকাতা বেড়াতে আসার কথা বললেন। শুনে চমকে যাই। তিনি বলেন – 'আমি কলকাতা নামে পূর্বের এক শহরে গিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর নদীর একটাকে দেখি – গাঙ্গেস। সেই নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে আমার যে কবিতাপ্রবাহ এসেছিলো তেমন আর কখনো

হয়নি। আমার ওই সমস্ত কবিতা আমি গাঙ্গেস নদীকে নিবেদন করলাম'। 'গাঙ্গেস' শুনে কিঞ্চিত মজা লাগে ঠিক। কিন্তু সেই কবি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা যে প্রত্যয় ও স্নায়বিকতা নিয়ে বলছিলেন মনে তার দাগ পড়েছিলো। সেই ভিডিওতে অ্যালেন গিন্সবার্গও ছিলেন। অ্যালেন তার জীবনযাপন, বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা বললেন, বললেন ওঁর পৃথিবী-টোটো অসংখ্য ভ্রমণের কথা।

এইসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে নিজের কবিতার কথা ভাবি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার সমর্থনে বক্তব্য রাখি। আয়নায় নিজের দিকে তাকাই সন্দেহে। আত্মবীক্ষণ গড়া এইভাবে, এখান থেকে শুরু হয়। মার্কিন বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন আমার মতো, যাঁদের কবিতা লেখায় সিনেমা। চলচ্চিত্র তাদের প্রেরণাসূত্র। ঠিক যেমন আমার। যদিও ওদের যেসব ছবি টানে তার থেকে অনেক আলাদা আমার ছবি। মাঝে মাঝে অবশ্য মিলে যায়। বিশেষত পিটার গিৎসির (Peter Gizzi) পছন্দের সাথে।

আবার কখনো এমনও হয়, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, প্রেরণা আসে এক একটা আশ্চর্য জ্যামিতিক আকার থেকে। এবং এখানে বারবার বিনয় মজুমদারের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর লেখ-মনোভাবের সাথে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। বিনয়ের কবিতায় আছে,

'ফুলের ভিতরে কোন জ্যামিতি বা জ্যামিতির ঈশারাও নেই
সব ফুল মিলে মিশে একাকার হ'য়ে প'ড়ে আছে
জ্যামিতি জমিতে ছিল, পংক্তিতে পংক্তিতে শুধু জ্যামিতিই ছিল।'

(অঘ্রাণের অনুভূতিমালা থেকে)

একদিন এক রেস্তোঁরার কিচেনে দেখছিলাম সাদা টুপি পরা শেফ ফেটানো একটা ডিমকে একটা বাটির মধ্যে হুইস্ক করছেন। তার কাজ ফুরোলে বাটির মধ্যে ঝুঁকে দেখি সাদা রঙের ক্রিম। আর তার মধ্যে এক অপরূপ জ্যামিতি। গোলাপের কথা মনে পড়ে গেলো। কেননা সেই ফেটানো ডিমের সাদায় যে জ্যামিতি, তা যেন গোলাপ প্রণালির মতো। অবশ্য যে গোলাপের কথা আমার মনে পড়ে গেলো সে গোলাপ অন্যরকম।

এ গোলাপ সে গোলাপ নয়।
এ গোলাপ আসমানি আবার মাটিরও।
একভাবে নকল আবার খাঁটিও।

এই গোলাপের কথা আমাকে ল্যারি বলে। অ্যালাবামার বার্মিংহ্যাম শহরে। কে ল্যারি? বেশ, ল্যারি ডি-লুকাসের পরিচয় আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

যে কলাম্বিয়া মহাকাশযান কল্পনা চাওলা ও তাঁর সতীর্থদের নিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ায় পুনর্প্রবেশপথে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কয়েক বছর আগে, সেই কলাম্বিয়ার প্রথম মহাকাশ

পরিক্রমায় পে-লোড বিশেষজ্ঞ ছিলেন ল্যারি। সেটা ১৯৯২ সাল। পরবর্তীকালে ল্যারি অধ্যাপক হন। বার্মিংহ্যামের অ্যালাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই এক গণিত-সম্মেলনে ২০০৬ সালের হেমন্তে ল্যারির সাথে আমার আলাপ।

কলাম্বিয়ার প্রথম মহাকাশ সফরের কথা বলতে গিয়ে ল্যারি হঠাৎ কবি, চিত্রকরদের কথা তুললেন। মহাকাশ পরিক্রমার সময় ওঁর একদিন মনে হয় বিজ্ঞানী হিসেবে সেই ভাসমান অভিজ্ঞতার সমস্তটা বিশ্লেষণ করার পরেও এমন কিছুও হয়তো থেকে যায় যাচ্ছে যা হয়তো তিনি নিজে টের পেলেন না, কিন্তু একজন কবি, একজন চিত্রকর, শিল্পী হয়তো পারতেন। স্বভাবতই, এরপর ল্যারির প্রতি আগ্রহ বাড়ে সে সন্ধ্যায়, ঘনিষ্ঠতাও।

সে সন্ধ্যায় আর একটা গল্প শুনি। মহাকাশ অভিযানের পরোক্ষ বিজ্ঞান-প্রভাব সম্পর্কে। ল্যারি আমার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে বললেন, 'এক ভারতীয় বন্ধু আছে আমার, জানেন? মাইক্রোবায়োলজিস্ট। নাম করছিনা। ভীষণ প্রতিভাবান। সে এক কান্ড করেছিলো...'। আসলে তেমন কিছুই না। ভদ্রলোক ল্যারিকে মহাকাশে যাবার সময় কিছু গোলাপচারা দিয়েছিলেন। মহাকাশে কাটুক তাদের কয়েক সপ্তাহ। দেখাই যাক না কি হয়!

তেমন কিছুই হয়নি। তবে গোলাপচারাগুলো বেঁচে ছিলো। কিন্তু সে গোলাপ ফুল তার ঔজ্জ্বল্য হারায়, হারায় তার জন্মগত সুগন্ধ। তখন সেই ভারতীয় গবেষক পৃথিবীর নানা জাতের গোলাপের সাথে এই মহাকাশ-ফেরত গোলাপের জীনমিশ্রণ ঘটাতে শুরু করেন। ফলাফল প্রথমে হতাশাজনক। ক্রমে ক্রমে একদিন, কয়েকমাসের মধ্যে রচিত হয় এক আশ্চর্য গোলাপ। দেখতে সে সাধারণ গোলাপের মতোই। কিন্তু সুঘ্রাণে মনমাতাল। ভদ্রলোক নাসার ল্যাব ছেড়ে দেন। নিজের কোম্পানী খোলেন। কয়েকমাসের মধ্যে বের ক'রে ফেলেন এক সুগন্ধি। বোতলের গায়ে সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা হলো – out of the world। অপার্থিব। বানানো বিজ্ঞাপনী শব্দবন্ধ নয়। সত্যিই সে গোলাপ-সুগন্ধি out of the world।

সেই অপার্থিব গোলাপজন্মকথাই কবিতার প্রসূতিপর্বের কাহিনি। দৃশ্যের সাথে অদৃশ্যের, দেখার সাথে অদেখার, অনুভবের সাথে জ্ঞানের, বাহিরির সাথে আভ্যন্তরীনের জটিল, গোপন এক রক্তাক্ত বিবাহের মাধ্যমে, জীনমিশ্রণের মাধ্যমেই এই আমাদের এক ছটাক সুগন্ধি। যা কখনো হয়, কখনো হয়না – কখনো ভাবি হয়, কখনো অন্যলোকে বলে হয়নি – এক ছটাক অশরীরী, অদৃশ্য সুগন্ধি যা কারো মতে জাতিস্মর, যা পুনর্জীবনের একমাত্র এজেন্ট ব'লে প্রমাণিত, যার সৌরভ গায়ে লাগে না, জামাতেও না, হয়তোবা অক্ষরে, কি তাও সত্যি কিনা - খুব হলফ করে বলার মতো জায়গায় আজো পৌঁছতে পারিনি।

লেখসূত্রঃ

১ - 'লেখাবাড়ি' স্বাগতা দাশগুপ্তর এক কবিতার নাম

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, এপ্রিল ২০১৩